Biddabari
your success benchmark

BCS

প্রিলিমিনারি

লেকচার শিট

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত বিসিএস প্রিলিমিনারি Syllabus

বিষয়: বাংলাদেশ বিষয়াবলি

পূর্ণমান: ৩০

১। **বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি** ০৬
প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস; ভাষা আন্দোলন; ১৯৫৪ সালের নির্বাচন; ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৬; গণ অভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯; ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন; অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১; ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ; স্বাধীনতা ঘোষণা; মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি; মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল; মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা; পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

২। **বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ:** শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা। ০৩

৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি। ০৩

৪। **বাংলাদেশের অর্থনীতি:** উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী, জাতীয় আয়-ব্যয়, রাজস্ব নীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি। ০৩

৫। **বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য:** শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ, গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেন-দেন, অর্থ প্রেরণ, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ০৩

৬। **বাংলাদেশের সংবিধান:** প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, সংবিধানের সংশোধনীসমূহ। ০৩

৭। **বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা:** রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম; ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কাদি, সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং এদের ভূমিকা। ০৩

৮। **বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা:** আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ, আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার। ০৩

৯। বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের খেলাধুলাসহ চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। ০৩

সূচিপত্র

লেকচার নং	টপিকস	পৃষ্ঠা নং
লেকচার-১	☑ সিলেবাস আলোচনা ☑ বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ ☑ প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-১ ☑ বাংলার প্রাচীন জনপদ থেকে মুঘল শাসনামল পর্যন্ত	৪-২৬
লেকচার-২	☑ নবাবী আমল ☑ ইংরেজি শাসন ও ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজন পর্যন্ত	২৭-৪৬
লেকচার-৩	☑ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-১	৪৭-৫৯
লেকচার-৪	☑ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-২ ও ☑ মুক্তিযুদ্ধ-১	৬০-৭৪
লেকচার-৫	☑ মুক্তিযুদ্ধ-২	৭৫-১০০
লেকচার-৬	☑ সংবিধান-১	১০১-১১৬
লেকচার-৭	☑ সংবিধান-২	১১৭-১০২৫
লেকচার-৮	☑ বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা-১	১২৬-১৪১
লেকচার-৯	☑ বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ☑ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা-২ ☑ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার ☑ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও সশস্ত্র বাহিনী	১৪২-১৫০
লেকচার-১০	☑ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ☑ বাংলাদেশের গণমাধ্যম ☑ সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী	১৫১-১৬৪
লেকচার-১১	☑ বাংলাদেশের কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদ	১৬৫-১৮৬
লেকচার-১২	☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা	১৮৭-১৯৮
লেকচার-১৩	☑ বাংলাদেশের অর্থনীতি	১৯৯-২২২
লেকচার-১৪	☑ বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য	২২৩-২৩৪
লেকচার-১৫	☑ বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন ☑ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ☑ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ ☑ বাংলাদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ☑ চলচ্চিত্র, সংগীত, নৃত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান	২৩৫-২৬৮
লেকচার-১৬	☑ সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ☑ পুরস্কার ☑ খেলাধুলা	২৬৯-২৯১

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার ০১

Lecture Contents

- বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ
- প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-১
- বাংলার প্রাচীন জনপদ থেকে মুঘল শাসনামল পর্যন্ত

সিলেবাস আলোচনা

শিক্ষক PSC'র পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস বিশ্লেষণ আকারে আলোচনা করবেন।

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে প্রাক-আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী এবং আর্য জনগোষ্ঠী এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত i) নেগ্রিটো ii) অস্ট্রিক iii) দ্রাবিড় iv) ভোটচীনীয় এই চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল। নিগ্রোদের মত দেহযুক্ত এক আদিম জাতি এদেশে বসবাস করত। এরাই ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ। অস্ট্রিক জাতি থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাদের 'নিষাদ জাতি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক জাতি নেগ্রিটোদের উৎখাত করে। অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর বলে তাঁরা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সাথে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। বাংলাদেশে আর্যদের পরেই এদের আগমন ঘটে বলে বাঙালির রক্তে এদের মিশ্রণ উল্লেখযোগ্য নয়। গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি এই গোষ্ঠীভুক্ত। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলছিল, তার সাথে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতি।

আর্যদের আদিনিবাস ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান মধ্য এশিয়া-ইরানে। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বা তার কিছু আগে আর্যরা বাংলায় আসতে শুরু করে। আর্যরা সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিল। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল বেদ। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে সেমীয় গোত্রের আরবীয়রা ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়।

তাদের অনুকরণে নেগ্রিটো রক্তবাহী হাবশিরাও এদেশে আসে। এমনিভাবে অন্তত দেড় হাজার বছরের অনুশীলন, গ্রহণ, বর্জন এবং রূপান্তরিতকরণের মাধ্যমে বাঙালি জাতি গড়ে উঠে। নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australian) নরগোষ্ঠীভুক্ত।

অনার্য নরগোষ্ঠীর নাম মনে রাখার টেকনিক

নিগার- অস্ট্রেলিয়ায় গেলো দ্রাবিড়কে ভোট দিতে।

- নিগার- নেগ্রিটো
- অস্ট্রেলিয়া- অস্ট্রিক
- দ্রাবিড়- দ্রাবিড়
- ভোট- ভোটচীনীয়/মঙ্গোলীয়

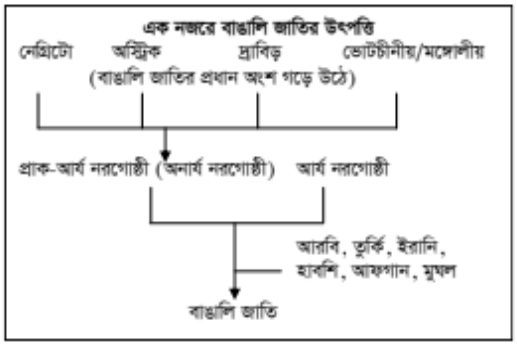

বাংলা শব্দের উৎপত্তি

চীনা শব্দ 'অং' (যার অর্থ জলাভূমি) পরিবর্তিত হয়ে 'বং' শব্দে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, বং → বংগ, বংগ + আল (আইল) → বংগাল। আবুল ফজলের বিখ্যাত গ্রন্থ আকবরনামা।

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তার 'রিয়াজুস সালাতিন' গ্রন্থে বলেছেন, বংগ (জনৈক ব্যক্তি) + আহাল (সন্তান) → বংগাহাল → বংগাল।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার নামকরণ করেন মূলক-ই-বাঙ্গালাহ।

বাঙ্গালাহ → বাংলা

মূলক → দেশ

মূলক-ই-বাঙ্গালাহ → বাংলাদেশ

ঐতিহাসিক শামস-ই সিরাজ আফিফ → শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে শাহ-ই-বাঙ্গালাহ উপাধি দেন।

বাংলার প্রাচীন জনপদ

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ কোনো একক রাষ্ট্র ছিল না। এটি তখন কতকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলগুলো জনপদ নামে পরিচিত ছিল। বাংলা নামে একটি অখণ্ড দেশের জন্ম একবারে হয়নি। এর যাত্রা শুরু হয় জনপদগুলোর মধ্য দিয়ে। গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়। জনপদগুলোর মধ্য প্রাচীনতম হলো পুণ্ড্র। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন জনপদ নিচে উল্লেখ করা হলো-

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অঞ্চল
গৌড়	উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নদীয়া।
বঙ্গ	ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি, ময়মনসিংহ এর পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ।
পুণ্ড্র	বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলা।
হরিকেল	সিলেট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম।
সমতট	কুমিল্লা ও নোয়াখালী।
বরেন্দ্র	বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং পাবনা জেলার অংশ। তাই পূর্ণাঙ্গ জনপদ বলা যায় না।
তাম্রলিপি	পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা।
চন্দ্রদ্বীপ	বৃহত্তর বরিশাল, গোপালগঞ্জ ও খুলনা।
উত্তর রাঢ়	মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ, সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা।
দক্ষিণ রাঢ়	বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলির বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা।
বাংলা বা বাঙ্গালা	সাধারণত খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী।

উল্লেখ্য, গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়।

জনপদগুলোর নাম মনে রাখার টেকনিক

গৌরাঙ্গ বলিল হরিকেল হয়ে তাম্রলিপি বন্দরের পূণ্য ভূমিতে যাব। রাতে সমুদ্র ও চন্দ্র দেখবো।

গৌরাঙ্গ	→ গৌড়	পূন্য	→ পুণ্ড্র
বলিল	→ বঙ্গ	রাত	→ রাঢ়
হরিকেল	→ হরিকেল	সমুদ্রতট	→ সমতট
তাম্রলিপি	→ তাম্রলিপি	চন্দ্র	→ চন্দ্রদ্বীপ
বন্দর	→ বরেন্দ্র		

জনপদ পরিচিতি

⇒ **গৌড় :** বাংলার উত্তরাংশ এবং উত্তরবঙ্গে ছিল গৌড় রাজ্য। সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত গৌড় রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে শশাঙ্ক গৌড় নামে একত্রিত করেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান অঞ্চল) ছিল শশাঙ্কের সময়ে গৌড় রাজ্যের রাজধানী। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সন্নিকটের এলাকা গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতানী আমলে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশ, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের রাজধানীও ছিল গৌড় নগরী।

⇒ **বঙ্গ :** ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি এবং পশ্চিমের উচ্চভূমি যশোর, কুষ্টিয়া, নদীয়া, শান্তিপুর ও ঢাকার বিক্রমপুর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত। সুতরাং বৃহত্তর ঢাকা প্রাচীনকালে বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

⇒ **সমতট :** হিউয়েন সাং এর বিবরণ অনুযায়ী সমতট ছিল বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশের একটি নতুন রাজ্য। মেঘনা নদীর মোহনাসহ বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল সমতটের অন্তর্ভুক্ত কুমিল্লা জেলার বড়কামতা এ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়।

⇒ **রাঢ় :** রাঢ় বাংলার একটি প্রাচীন জনপদ। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর হতে গঙ্গা নদীর দক্ষিণাঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত। অজয় নদী রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। রাঢ়ের দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলায় 'তাম্রলিপি' ও 'দণ্ডভূক্তি' নামে দুটি ছোট বিভাগ ছিল। তৎকালে তাম্রলিপি ছিল একটি বিখ্যাত নৌবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

এক কথায় উত্তর

১. **সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী কয় ভাগে বিভক্ত?**
উত্তর: দুই ভাগে।

২. **আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত বিভক্ত কত ভাগে?**
উত্তর: চার ভাগে।

৩. **আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে ৪ ভাগে কাদের বসবাস ছিল?**
উত্তর: অনার্যদের।

৪. **নেগ্রিটোদের উৎখাত করে কোন জাতি?**
উত্তর: অস্ট্রিক জাতি।

৫. **বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি কোনটি?**
উত্তর: দ্রাবিড়।

৬. **বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে কোন জাতি থেকে?**
উত্তর: অস্ট্রিক জাতি থেকে।

৭. **বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে কিভাবে?**
উত্তর: অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে।

৮. **সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ 'বাংলা' কোন গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়?**
উত্তর: আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।

৯. **কোন যুগকে বৈদিক যুগ বলে?**
উত্তর: আর্য যুগকে।

১০. **আর্য সংস্কৃতি সমধিক বিকাশ লাভ করে কোন আমলে?**
উত্তর: পাল শাসনামলে।

১১. **আর্যদের আদি নিবাস কোথায়?**
উত্তর: ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে কিরগিজ তৃণভূমি অঞ্চলে এবং বর্তমান মধ্য এশিয়া- ইরান।

১২. **আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: বেদ।

১৩. **বাংলার আদিম অধিবাসী কারা?**
উত্তর: অনার্যভাষী শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি সম্প্রদায়।

১৪. আর্যদের প্রভাব স্থাপনের পরে বঙ্গদেশে কোন জাতির আগমন হয়?
উত্তর: মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জাতির।

১৫. বর্তমান বাঙালি জাতির পরিচয় কী?
উত্তর: সংকর জাতি হিসেবে।

১৬. আর্যগণ প্রথম উপমহাদেশে আগমন করে কখন?
উত্তর: সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ বা ১৫০০ অব্দে।

১৭. আর্যজাতি ভারতে প্রবেশ করার পর প্রথমে কোথায় বসতি স্থাপন করে?
উত্তর: সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলে।

১৮. প্রাচীন বাংলায় কতটি জনপদের অস্তিত্ব ছিলো?
উত্তর: ১৬টি (প্রায়)।

১৯. প্রাচীনকালে অঞ্চলগুলো কী নামে পরিচিত ছিলো?
উত্তর: জনপদ।

২০. বাংলা বা বাঙলা প্রাচীন জনপদটি বর্তমান কোন অঞ্চলে বিদ্যমান ছিলো?
উত্তর: খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী।

২১. কোনটিকে পূর্ণাঙ্গ জনপদ বলা যায় না?
উত্তর: বরেন্দ্র।

২২. চন্দ্রদ্বীপ জনপদ কোন এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল?
উত্তর: বৃহত্তর বরিশাল, গোপালগঞ্জ, খুলনা।

২৩. বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলির বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা নিয়ে কোন জনপদ গঠিত হয়েছিলো?
উত্তর: দক্ষিণ রাঢ়।

২৪. তাম্রলিপি জনপদের অবস্থান কোথায় ছিলো?
উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা।

২৫. বৃহত্তর ঢাকা প্রাচীন কোন জনপদের অংশ ছিলো?
উত্তর: বঙ্গ।

২৬. প্রাচীনকালে কোথায় নৌবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো?
উত্তর: তাম্রলিপি।

২৭. দন্ডভুক্তি কী?
উত্তর: রাঢ়ের দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত একটি ছোট বিভাগ।

২৮. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ কোনটি?
উত্তর: পুণ্ড্র।

২৯. 'বঙ্গ' নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় কখন?
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার বছর আগে।

৩০. সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' দেশের নাম পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
উত্তর: ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক'।

৩১. সুপ্রাচীন বঙ্গ দেশের সীমা উল্লেখ আছে কোন গ্রন্থে?
উত্তর: ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস'।

৩২. বাংলার আদি জনপদগুলোর জনগোষ্ঠীর ভাষা কি ছিল?
উত্তর: অস্ট্রিক।

৩৩. বরেন্দ্র বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝায়?
উত্তর: উত্তরবঙ্গকে (বগুড়া, রাজশাহী জেলার বৃহৎ অংশ)।

৩৪. রাজা শশাঙ্কের শাসনামলের পরে 'বঙ্গদেশ' কয়টি জনপদে বিভক্ত হয়?
উত্তর: ৩টি; পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ।

৩৫. বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় কত শতকে?
উত্তর: ষষ্ঠ শতকে।

৩৬. হিউয়েন সাঙ এর বিবরণ অনুসারে কামরূপে কোন জনপদ ছিল?
উত্তর: সমতট।

৩৭. রাঢ়দের রাজধানীর নাম কি ছিল?
উত্তর: কোটিবর্ষ।

৩৮. প্রাচীন কোন কোন গ্রন্থে বঙ্গ দেশের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়?
উত্তর: ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এর শ্লোকে রামায়ণ ও মহাভারতে, পতঞ্জলির ভাষ্যে, ওভেদী, টলেমির লেখায়, কালিদাসের 'রঘুবংশে' এবং আবুল ফজলের 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে।

৩৯. সমতট রাজ্যের কেন্দ্রস্থল কোথায় ছিল?
উত্তর: কুমিল্লা জেলার বড়কামতায়।

৪০. প্রাচীন রাঢ় জনপদ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: বীরভূম ও বর্ধমানে।

৪১. প্রাচীনকালে 'সমতট' বলতে বোঝায় কোন অঞ্চলকে?
উত্তর: কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলকে।

৪২. বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর: বঙ্গ।

৪৩. সিলেট প্রাচীন কোন জনপদের অন্তর্গত?
উত্তর: হরিকেল।

৪৪. প্রাচীন বাংলায় বাংলাদেশের কোন জনপদের অবস্থান ছিল?
উত্তর: হরিকেল।

৪৫. অস্ট্রিক জাতি অন্য কী নামে পরিচিত?
উত্তর: নিষাদ জাতি।

৪৬. অস্ট্রিক জাতি কোন অঞ্চল থেকে এদেশে আসে?
উত্তর: ইন্দোচীন অঞ্চল।

৪৭. অস্ট্রিক জাতি কাদের পরাজিত করে?
উত্তর: নেগ্রিটোদের।

৪৮. অস্ট্রিক বা নিষাদ জাতিকে গ্রাস করে কারা?
উত্তর: দ্রাবিড় জাতি।

৪৯. কোন গোত্রের লোকেরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন?
উত্তর: সেমীয় গোত্রের আরবীয়রা।

৫০. নৃ-তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ কোন নরগোষ্ঠীভুক্ত?
উত্তর: আদি অস্ট্রেলীয় (proto-Australian)।

৫১. ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটে কবে?
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে।

৫২. বাংলার নাম মূলক-ই-বাঙ্গালা রাখেন কে?
উত্তর: শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ।

৫৩. মূলক শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: দেশ।

৫৪. 'বং' শব্দ কোন শব্দ থেকে এসেছে?
উত্তর: চীনা শব্দ 'অং'।

৫৫. চীনা শব্দ 'অং'-এর অর্থ কী?
উত্তর: জলাভূমি।

৫৬. শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহকে শাহ-ই-বাঙ্গালাহ উপাধি দেন কে?
উত্তর: ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ।

৫৭. আকবর নামা কার বিখ্যাত গ্রন্থ?
উত্তর: আবুল ফজল।

Teacher's Work

১. **বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ কোনটি?** *[৪৪তম বিসিএস]*
ক) হরিকেল খ) সমতট গ) পুণ্ড্র ঘ) রাঢ় — **গ**

২. **প্রাচীনকালে 'সমতট' বলতে বাংলাদেশের কোন অংশকে বুঝানো হতো?** *[৪৩তম বিসিএস]*
ক) বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চল খ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল গ) ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চল ঘ) বৃহত্তম সিলেট অঞ্চল — **খ**

৩. **কোন নদীটি বঙ্গ জনপদের উত্তরাঞ্চলের সীমানা ছিল?** *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক'১৭]*
ক) পদ্মা খ) মেঘনা গ) যমুনা ঘ) সুরমা — **গ**

বাংলার প্রাচীন শাসনামল

■ গঙ্গারিডাই

আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে বাংলায় 'গঙ্গারিডাই' নামে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, গঙ্গা নদীর যে দুইটি ধারা এখন ভাগীরথী ও পদ্মা নামে পরিচিত, এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গঙ্গারিডাই জাতির লোক বাস করত। এদের রাজা খুব পরাক্রমশালী ছিল। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল 'বঙ্গ' নামে একটি বন্দর নগর। এখান থেকে সূক্ষ্ম সুতি কাপড় পশ্চিমা দেশসমূহে রপ্তানি হতো। গ্রিক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস গঙ্গাডোরাস 'গঙ্গারিডাই' রাজ্যকে দক্ষিণ এশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে মনে করেন যে, 'গঙ্গারিডাই' রাজ্যটি আসলে বঙ্গ রাজ্যই ছিল, 'গঙ্গারিডাই' ছিল শুধু এর নামান্তর।

মৌর্য যুগ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহনের মাধ্যমে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র পালিবোথরা।

■ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৪-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ ত্যাগের পর গ্রিক সেনাপতি সেলিউকাসকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। চাণক্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসারের উপদেষ্টা। চাণক্যের ছদ্মনাম কৌটিল্য। রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতি কৌশলের সারসংক্ষেপ ছিল তার রচিত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আগমন করে ভারতের শাসন ব্যবস্থা, ভৌগোলিক বিবরণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইন্ডিকা'তে লিপিবদ্ধ করেন। এই 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ বর্তমানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত।

■ সম্রাট অশোক

সম্রাট অশোক ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। কথিত আছে যে, মৌর্য বংশের এই সম্রাট তাঁর ৯৯ জন ভ্রাতাদের মধ্যে অধিকাংশকে পরাজিত করে এবং কোন কোন ভ্রাতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। এজন্য তাকে 'চণ্ডাশোক' বলা হয়। তাঁর শাসনামলে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের স্বাধীন সত্ত্বা বিলোপ হয়। মৌর্য সাম্রাজ্য বাংলায় উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণের অষ্টম বছরে কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়ী হন। এ যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ লোক নিহত হয়। যুদ্ধের বিভীষিকা ও রক্তপাত দেখে তিনি অহিংস বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মীলিপির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এ লিপিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। আমাদের বাংলা লিপির উৎপত্তি ব্রাহ্মীলিপি থেকে। শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ।

গুপ্ত যুগ

গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও শিল্পের খুবই উন্নতি হয়। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। ১ম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। গুপ্ত আমলেও বাংলার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

■ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৪০ খ্রি.)

শ্রীগুপ্তের পৌত্র চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাজা। তিনি ৩২০ সালে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। তিনি মগধ হতে এলাহাবাদ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

■ সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০-৩৮০ খ্রি.)

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ও কুশলী যোদ্ধা । সমগ্র পাক-ভারতকে একরাষ্ট্রে পরিণত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং এ লক্ষ্যে রাজ্যজয়ের কারণে তাকে 'প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দেয়া হয়। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তার আমলে সমতট ছাড়া বাংলার অন্যান্য জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

■ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৫ খ্রি.)

তিনি উপমহাদেশ থেকে শুক শাসন বিলোপ করেন। মহাকবি কালিদাস ছিলেন তাঁর সভাকবি। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন এবং 'বিক্রমাব্দ' নামক সাল গণনা প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য উন্নতির শিখরে পৌছে। তাঁর সামরিক শক্তির সাফল্য তাঁকে ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। হুনদের আক্রমণ প্রতিহত করে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী নরপতি। তাঁর আমলে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১০ বছর ভারতে থাকাকালে তিনি ৭টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মাঝে 'ফো-কুয়ো-কিং' উল্লেখযোগ্য।

অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি তার দরবারে ছিলেন। যেমন কালিদাস, বিশাখা দত্ত, আর্যদেব, সিদ্ধসেন, দিবাকর প্রমুখ। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী। সবার আগে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেছিলেন আর্যভট্ট। 'আর্য সিদ্ধান্ত' তার গ্রন্থের নাম। বরাহমিহির ছিলেন জ্যোতির্বিদ। তার গ্রন্থের নাম 'বৃহৎ সংহিতা'।

■ বুধগুপ্ত (৪৬৭-৪৯৬)

গুপ্ত বংশের শেষ শাসক ছিলেন বুধগুপ্ত (৪৬৭-৪৯৬)। তিনি ছিলেন দুর্বল শাসক এবং তাঁর সময়ে ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে মধ্য এশিয়ার যাযাবর হুন জাতির আক্রমণে ভেঙ্গে যায় গুপ্ত সাম্রাজ্য।

গুপ্ত পরবর্তী বাংলা

প্রাচীনকালে এদেশকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হতো। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশ দুটি স্বাধীন অংশে বিভক্ত হয়-প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য ও গৌড়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল ছিল বঙ্গ রাজ্য এবং বাংলার পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল জুড়ে ছিল গৌড়। সপ্তম শতকে গৌড় বলতে বাংলাকে বুঝাতো। প্রাচীনকালে রাজারা তামার পাতে খোদাই করে বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশ দিতেন যেগুলোকে তাম্রশাসন বলা হত। স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের এরকম ৭টি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে।

■ গৌড় রাজ্য ও রাজা শশাঙ্ক–

গৌড় রাজ্যের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক প্রথম বাঙালি রাজা। তিনি হলেন প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ৬০৬ সালে রাজা শশাঙ্ক গৌড় রাজ্য শাসন করেন। তিনি ছিলেন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান। তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী 'কর্ণসুবর্ণ'। ৬৩৭ সালে রাজা শশাঙ্ক মারা যান। তিনি বাংলার প্রথম রাজা যিনি বাংলার বাইরে উত্তর ভারতে বাংলার আধিপত্য ও গৌরব বিস্তারে সমর্থ হন।

■ পুষ্যভূতি রাজ্য-

৬০৬ সালে রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে নিহত হলে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি 'হর্ষাব্দ' নামক সাল গণনার প্রচলন করেন। পরবর্তীতে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন গৌড় রাজ্য দখল করেন। প্রথম জীবনে হর্ষবর্ধন হিন্দু ধর্মালম্বী হলেও পরবর্তীতে 'মহাযানী বৌদ্ধ' ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে এক বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের আয়োজন করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর রাজত্বকালে ৬৩০-৬৪৪ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ সফর করেন এবং তাঁর শাসনের বিভিন্ন দিক লিপিবদ্ধ করেন। হর্ষবর্ধনের দরবারে তিনি ৮ বছর কাটান। কনৌজ ছিল এ সময়ের রাজধানী। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলে জানিয়েছেন। এটাকে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় মনে করা হয়। কুমারগুপ্ত ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। গুপ্ত বংশের শাসক কুমারগুপ্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

■ মাৎস্যন্যায়–

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী একশত বছর অর্থাৎ ৭ম-৮ম শতকের অরাজকতা ও আইনশৃঙ্খলাহীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা হলো মাৎস্যন্যায়। এ সময় বড় কোন সাম্রাজ্য বা শক্তিশালী রাজা ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গ্রাস করে, সবল রাজ্য এভাবে দুর্বল রাজ্যকে গ্রাস করত বলে এ অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করার জন্য তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি গোপালকে নেতা নির্বাচন করেন।

পাল বংশ

৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থান এর মধ্য দিয়ে। বাংলার প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের রাজত্বকালে। বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ হলো পাল বংশ। পাল বংশের রাজারা একটানা চারশত বছর এদেশ শাসন করেছিলেন। এত দীর্ঘ সময় আর কোন রাজবংশ এদেশ শাসন করেনি। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এসময় বাংলার রাজধানী ছিল পাহাড়পুর/সোমপুর।

■ গোপাল (৭৫৬-৭৮১)

গোপাল ছিলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গের একজন শক্তিশালী সামন্ত নেতা। রাজ্যের কলহ ও অরাজকতা দূর করার জন্য অমাত্যগণ ও সামন্তশ্রেণি গোপালকে রাজা নির্বাচন করেন। তিনি বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন। তিনি বিহারের উদন্তপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণকারী গোপাল প্রায় সমগ্র বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

■ ধর্মপাল (৭৮১-৮২১)

ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বা নরপতি। তিনি বাংলা থেকে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের রাজ্য বিস্তার করেন। পাহাড়পুরের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার সোমপুর বিহার তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া মগধের বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিহারও (বর্তমান ভাগলপুরে) তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে তিনটি রাজবংশ প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। একটি বাংলার পাল বংশ, অন্যটি রাজপুতানার গুর্জর প্রতীহার বংশ এবং তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশ। ইতিহাসে এ যুদ্ধ পরিচিত হয়েছে ত্রিশক্তির সংঘর্ষ (Tripartite War) নামে। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ-ই ছিলেন একমাত্র ব্রাহ্মণ।

■ প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩)

মহীপাল বেনারস ও নালন্দার ধর্মমন্দির, দিনাজপুরের মহীপাল দিঘি, ফেনীর মহীপাল দিঘি খনন করেন। ফেনীতে এখনও মহীপাল স্টেশন নামে স্টেশন আছে।

■ দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০)

তার শাসনামলে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলায় প্রথম সফল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহ কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। সে সময় জেলে, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে কৈবর্ত বলা হত। কৈবর্ত বিদ্রোহকে অনেক সময় বরেন্দ্র বিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহও বলা হয়। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল কৈবর্ত বাহিনীকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিজে নিহত হন।

■ রামপাল (১০৮২-১১২৪)

রামপালের মন্ত্রী ও সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিখ্যাত 'রামচরিত কাব্য' রচনা করেন। বরেন্দ্র এলাকায় পানির কষ্ট দূর করার জন্য তিনি অনেক দীঘি খনন করেন। দিনাজপুর শহরের নিকট যে রামসাগর দীঘি রয়েছে তা রামপালের কীর্তি। পাল বংশের সর্বশেষ রাজা মদনপাল।

সেন বংশ

বাংলার বৃহৎ অংশ জুড়ে একাদশ শতাব্দীর মাঝ পর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় শক্তিশালী সেন বংশের শাসন। সেন রাজাদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলের অধিবাসী। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তিনি কর্ণাটক থেকে বৃদ্ধ বয়সে বাংলায় আসেন। তিনি প্রথমে বসতি স্থাপন করেন রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। কিন্তু তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় তার পুত্র হেমন্ত সেনকে।

■ হেমন্ত সেন (১০৭০-১০৯৬)

সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে সেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সেন বংশের প্রথম রাজা। নদীয়া ছিল তার রাজধানী।

■ বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০)

হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০) রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। বিজয় সেন বাংলাকে সর্বপ্রথম একক শাসনাধীন আনয়ন করেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট স্বীয় নামানুসারে 'বিজয়পুর' নামে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপাল স্থানে)। সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন।

■ বল্লাল সেন (১০৮৩-১১৭৮)

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি 'দানসাগর' নামক স্মৃতিময় গ্রন্থ এবং 'অদ্ভুত সাগর' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলায় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে তিনি কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন।

■ লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮-১২০৬)

সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজী লক্ষ্মণ সেনকে অতর্কিত আক্রমণ করলে তিনি পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। এখানে আরো কিছুকাল রাজত্বের পর ১২০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা।

■ কেশব সেন (১২২৫-১২৩০)

কেশব সেন ছিলেন সেন রাজবংশের রাজা, যিনি ১২২৫-১২৩০ পর্যন্ত সেন রাজবংশের রাজত্ব করেন। লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তার প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২৫) রাজা হন। বিশ্বরূপ সেনের পর রাজা হন কেশব সেন। বিশ্বরূপের শাসনামলেই কেশব সেন বিক্রমপুর শাসন করেন। কেশব সেন হলেন সেন বংশের শেষ রাজা।

এক কথায় উত্তর

১. **গঙ্গারিডাই রাজ্যের অবস্থান কোথায়?**
উত্তর: ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চল।

২. **গঙ্গারিডাই রাজ্যের রাজধানীর নাম কি?**
উত্তর: বঙ্গ।

৩. **গঙ্গারিডাই রাজ্য থেকে পশ্চিমা দেশসমূহে কী রপ্তানি করা হত?**
উত্তর: সূক্ষ্ম সুতি কাপড়।

৪. **মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

৫. **প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্রাট কে?**
উত্তর: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

৬. **সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট কে?**
উত্তর: বৃহদ্রথ।

৭. **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?**
উত্তর: চাণক্য, যার ছদ্মনাম কৌটিল্য।

৮. **রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতি কৌশলের সারসংক্ষেপ 'অর্থশাস্ত্র'-এর রচয়িতা কে?**
উত্তর: প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য।

৯. **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানীর নাম কি?**
উত্তর: পাটলিপুত্র।

১০. **মৌর্যযুগের গুপ্তচরকে কি নামে ডাকা হতো?**
উত্তর: 'সঞ্চারা' নামে।

১১. **মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন?**
উত্তর: কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে।

১২. **বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয় কাকে?**
উত্তর: অশোককে।

১৩. **মেগাস্থিনিস কে ছিলেন?**
উত্তর: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের- রাজসভার গ্রিক দূত।

১৪. **গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর: প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খ্রিস্টাব্দে)।

১৫. **গুপ্ত বংশের মধ্যে কে স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন?**
উত্তর: প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

১৬. **গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?**
উত্তর: সমুদ্রগুপ্ত।

১৭. **'ভারতের নেপোলিয়ন' হিসেবে কাকে অভিহিত করা হয়?**
উত্তর: সমুদ্রগুপ্ত।

১৮. **চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কখন ভারতবর্ষে আগমন করেন?**
উত্তর: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে।

১৯. **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল?**
উত্তর: বিক্রমাদিত্য ও সিংহ বিক্রম।

২০. **গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় কিভাবে?**
উত্তর: হুন জাতির আক্রমণে।

২১. **পাল তন্ত্র শাসনে শশাঙ্কের পর অরাজকতাপূর্ণ সময়কে (৭ম-৮ম শতক) বলে?**
উত্তর: মাৎস্যন্যায়।

২২. **পুকুরে বড় মাছগুলো শক্তির দাপটে ছোট মাছ ধরে খেয়ে ফেলার পরিস্থিতিকে কী বলে?**
উত্তর: মাৎস্যন্যায়।

২৩. **৭ম-৮ম শতকে বাংলার সবল অধিপতিরা কাদের গ্রাস করেছিল?**
উত্তর: ছোট অঞ্চলগুলোকে।

২৪. **পাল বংশের রাজাগণ বাংলায় রাজত্ব করেছেন কত বছর?**
উত্তর: প্রায় চার'শ বছর।

২৫. **পাল রাজারা যে ধর্মাবলম্বী ছিলেন?**
উত্তর: বৌদ্ধ।

২৬. **পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর: গোপাল।

২৭. **পাল বংশের শেষ রাজা কে?**
উত্তর: মদনপাল।

২৮. **নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহারের' প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর: রাজা ধর্মপাল।

২৯. **কোন শাসকের আমলে বাংলায় কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়?**
উত্তর: ২য় মহীপাল।

৩০. **সেন বংশের প্রথম রাজা বা প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর: হেমন্ত সেন।

৩১. **সেন বংশের সর্বপ্রথম সার্বভৌম বা স্বাধীন রাজা কে?**
উত্তর: বিজয় সেন।

৩২. **সেন বংশ ও বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে?**
উত্তর: লক্ষ্মণ সেন।

৩৩. **লক্ষ্মণ সেন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?**
উত্তর: বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী।

৩৪. **সেন বংশের শেষ রাজা কে?**
উত্তর: কেশব সেন (১২২৫-৩০)।

Teacher's Work

১. **বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হলেন-** *(৪১তম বিসিএস)*
ক) ধর্মপাল খ) গোপাল গ) শশাঙ্ক ঘ) দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত — গ

২. **মাৎস্যন্যায় বাংলার কোন সময়কে নির্দেশ করে?** *(৪১তম বিসিএস)*
ক) ৫ম-৬ষ্ঠ শতক খ) ৬ষ্ঠ-৭ম শতক গ) ৭ম-৮ম শতক ঘ) ৮ম-৯ম শতক — গ

৩. **চীন দেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন?** *(৪৪তম বিসিএস)*
ক) হিউয়েন সাঙ খ) ফা হিয়েন গ) আইসিং ঘ) সবগুলো — খ

উপমহাদেশে ইসলামের আগমন

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তারের তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে সিন্ধু রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হলে সিন্ধু ও মুলতান রাজ্য মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

■ মুহাম্মদ বিন কাসিম

উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালীদের সময় ইরাক ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুর বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। একই বছরের মধ্যে তিনি মুলতানসহ পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশ মুসলিম শাসনাধীনে আনয়ন করেন। এসময় নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ মুহম্মদ বিন কাসিমকে ব্যাপক সাহায্য করে। ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফার পরিবর্তন ঘটলে নতুন খলিফা মুহম্মদ বিন কাসিমকে ডেকে পাঠান এবং অভিযোগ এনে বন্দী করেন। পরবর্তীতে বন্দী অবস্থায় মুহম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু হয়। বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রসারের সূচনা ঘটে, আরব ও ভারতীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং মুসলমানগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু কাসিমের অকাল মৃত্যুতে উপমহাদেশে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

■ সুলতান মাহমুদ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান জয়ের প্রায় ৩০০ বছর পর দশম শতকের শেষদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে গজনীর তুর্কি সুলতান আমীর সুবক্তগীন ও তৎপুত্র সুলতান মাহমুদ পুন:পুন ভারত আক্রমন করেন। ১০০০-১০২৭ সালের মধ্যে সুলতান মাহমুদ মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।

ভারতে মুসলিম শাসন

■ মইজউদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী

ভারতবর্ষে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুহম্মদ ঘুরী। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর দেড়শত বছর পর মুহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মুহম্মদ ঘুরী ছিলেন গজনীর সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরীর ভ্রাতা। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র পাঞ্জাব দখল করেন। এরপর ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যগুলো জয়ের মানসে আজমীর ও দিল্লীর চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজের সাথে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে লিপ্ত হন ১১৯১ সালে। এ যুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরী পরাজিত হয়। অধিক শক্তি সঞ্চয় করে মুহম্মদ ঘুরী ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের মুখোমুখি হন। পৃথ্বীরাজ দেশীয় শতাধিক রাজার সহযোগিতা নিয়েও মুহম্মদ ঘুরীর নিকট পরাজিত হলে আজমীর ও দিল্লী মুসলমানদের দখলে আসে। তিনি মিরাট, আগ্রা প্রভৃতি জয় করে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং শাসনভার কুতুবউদ্দীন আইবেকের উপর ন্যাস্ত করেন। এরপর কুতুবুদ্দীন আইবেক বারানসী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, বুন্দেলখন্ড প্রভৃতি জয় করে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় মুসলিম শাসন

■ বখতিয়ার খলজীর বাংলা জয়

মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের অনুমতিক্রমে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। বখতিয়ার খলজীর বাংলা অধিকারের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। তিনি দিনাজপুরের দেবকোটে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। এভাবে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেও বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইখতিয়ার-উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।

■ বাংলায় তুর্কি শাসন

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল ১২০৪ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তারা সকলেই দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। অনেক শাসনকর্তাই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। তবে এদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দিল্লীর আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ঘন ঘন বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য বাংলাকে 'বুলগাকপুর' বা 'বিদ্রোহের নগরী' বলেছেন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী।

■ হযরত শাহজালালের বাংলায় আগমন

হযরত শাহজালাল ছিলেন প্রখ্যাত দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক। তিনি ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনে (মতান্তরে তুরস্কে) জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত সুফী শাহ্ পরান ছিলেন তার ভাগ্নে এবং শিষ্য। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজের শাসনামলে তিনি ৩৬০ জন শিষ্যসহ বাংলাদেশে আসেন। এ সময় সিলেটের রাজা ছিলেন গৌর গোবিন্দ। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজের সৈন্যদল দু'বার সিলেট জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হযরত শাহজালাল শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সৈন্যদের সঙ্গে গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। গৌর গোবিন্দ পরাজিত হয়ে সিলেট ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ঐ অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। হযরত শাহজালাল মৃত্যু অবধি সিলেটে অবস্থান করেন এবং তিনিই ঐ অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের অগ্রনায়ক। এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত শাহজালাল এবং হযরত শাহ্ পরানের মাজার সিলেটে অবস্থিত।

দিল্লী সালতানাত

দাস বংশ (১২০৬-১২৯০)

■ সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০)

ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুতুবুদ্দিন আইবেক। তিনি ছিলেন গজনীর সুলতান মুহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। মুহম্মদ ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে কুতুবউদ্দিন আইবেককে অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২০৬ সালে মুহম্মদ ঘুরী মৃত্যুবরণ করলে কুতুবউদ্দিন ভারতবর্ষের সম্রাট হন। ঐতিহাসিক ড. শ্রীবাস্তবের মতে, তিনি ছিলেন সমগ্র হিন্দুস্তানের প্রথম মুসলিম সম্রাট।

১২১০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দানশীলতার জন্য তাকে 'লাখবক্স' বলা হত। দিল্লীর কুতুব মিনার নামক সুউচ্চ মিনারটির নির্মাণকাজ শুরু হয় তার শাসনামলে। তিনি মিনারটির নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। দিল্লীর বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এর নাম রাখা হয় কুতুবমিনার।

■ সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬)

কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ইলতুৎমিশ ১২১১ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কুতুব মিনার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। তিনি ১২২৯ সালে বাগদাদের খলিফা আল মুনতাসির কর্তৃক 'সুলতান-ই- আজম' উপাধি প্রাপ্ত হন।

তার পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বিদ্রোহী সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজিকে পরাজিত করে বাংলাকে দিল্লীর শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইলতুৎমিশ চল্লিশজন তুর্কি সেনাপতির নেতৃত্বে এক বিরাট তুর্কি বাহিনী গঠন করেন। ইলতুৎমিশের এ চল্লিশজন সেনাপতি ইতিহাসে 'বিশিষ্ট চল্লিশ' বা বন্দে গান-ই-চেহেল গান নামে পরিচিত।

■ সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০)

সুলতানা রাজিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের কন্যা। তিনি ছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলিম নারী। ১২৩৬ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অমাত্য চক্রান্তে মাত্র ৪ বছর পরই ১২৪০ সালে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন।

■ সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬)

বাংলার প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা ছিলেন ইলতুৎমিশের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য ফকির বাদশাহ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি কুরআন অনুলিপন ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

■ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বিদ্যোৎসাহী এবং গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতের তোতা পাখি নামে পরিচিত আমীর খসরু তাঁর দরবার অলংকৃত করেন। রক্তপাত ও কঠোর নীতি তাঁর শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০)

■ সুলতান আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬)

তিনি ছিলেন দিল্লী সালতানাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। ১৩০৬ সালে সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন। এর পূর্বে উভয় ভারতের কোন নরপতি দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্য জয় করতে পারেননি। তিনি বাজার ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রবর্তন করেন এবং জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট হারে বেঁধে দেন। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খলজীকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। বিখ্যাত আলাই দরওয়াজা তারই কীর্তি। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী, কবি হোসেন দেহলবী, কবি আমির খসরু প্রমুখ গুণীজন তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩)

■ মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)

তিনি ১৩২৬ সালে রাজধানীর দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু নানা কারণে কর্মচারীদের দেবগিরি পছন্দ না হওয়ায় এবং উত্তর ভারতে মঙ্গলদের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় তিনি রাজধানী দিল্লীতে ফেরত আনেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীকী তামার নোট প্রচলন করেন। অর্থাৎ তিনি ভারতে প্রথম প্রতীকী মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রতীকী মুদ্রা জাল না হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন তা সে যুগে ছিল না। ফলে ব্যাপকভাবে মুদ্রা জাল হতে থাকে।

এজন্য সুলতানকে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। তাঁর রাজত্বকালে ১৩৩৩ সালে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সুলতানের কাজীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ৮ বছরকাল উক্ত পদে বহাল ছিলেন। অতঃপর সুলতানের বিরাগভাজন হয়ে কারারুদ্ধ হন। সুলতান এই বিদেশী পর্যটকের প্রতি দয়াবান হয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

■ খান জাহান আলী

খান জাহান আলী ছিলেন একজন মুসলিম ধর্ম প্রচারক এবং বাংলাদেশের বাগেরহাটের একজন স্থানীয় শাসক। তিনি ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খান জাহান আলী ১৩৮৯ সালে তুঘলক সেনাবাহিনীতে সেনাপতির পদে যোগদান করেন। তিনি রাজা গণেশকে পরাজিত করে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি বাগেরহাট জেলায় বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৩৫-১৪৫৯ খ্রিঃ) এটি নির্মাণ করেন। মসজিদের নাম ষাটগম্বুজ হলেও মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ৮১টি। মসজিদের ভিতরে ষাটটি স্তম্ভ বা পিলার আছে। মসজিদের চারকোণায় চারটি মিনার আছে। এটি বাংলাদেশের মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় মসজিদ। ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো একে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে।

■ মাহমুদ শাহ

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন মাহমুদ শাহ। বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর ছিলেন এসময় মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিপতি। শৈশবে তার একটি পা খোড়া হয়ে যায় বলে তিনি তৈমুর লঙ নামে অভিহিত। মধ্য এশিয়ায় বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে ১৩৯৮ সালে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুরকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা মাহমুদ শাহের ছিল না। তিনি বিনা বাধায় দিল্লীতে প্রবেশ করেন। প্রায় তিন মাস ধরে অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠনের পর তিনি বিপুল সম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

■ ইব্রাহীম লোদী

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নিকট দিল্লীর লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটে।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন

দিল্লীর সুলতানগণ ১৩৩৮-১৫৩৮ এ দুইশত বছর বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেনি। এ সময় বাংলার সুলতানরা স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করে।

■ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯)

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল শুরু হয় ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমল থেকে। তার শাসনামলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয়। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তার শাসনামলে বাংলায় আগমন করেন। ইবনে বতুতা বাংলায় খাদ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য বাংলাকে "ধনসম্পদপূর্ণ নরক" বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ এর রাজধানী ছিলো সোনারগাঁও এ।

মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৩৩ সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ১৩৪৫-৪৬ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময়ে হযরত শাহজালালের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে সিলেট আগমন করেন। সিলেট থেকে নৌপথে তিনি রাজধানী সোনারগাঁও আসেন। বাংলার তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন।

তিনি সোনারগাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী রূপে বর্ণনা করেন এবং চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের সাথে এর সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। বাংলায় খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বাংলাকে তিনি 'ধনসম্পদপূর্ণ নরক' বা 'দোযখপুর ই নিয়ামত' বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর 'কিতাবুল রেহেলা' গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার বর্ণনা রয়েছে।

সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও ও গৌড়। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ সোনারগাঁও এর শাসনকর্তা হন। ১৩৫৩ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখল করলে গাজী শাহের শাসনের অবসান ঘটে।

ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২-১৪১২)

■ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

হাজী ইলিয়াস ১৩৪২ সালে লখনৌতির শাসনকর্তা আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৩৪৫ সালে সাতগাঁও দখল করেন। এরপর তিনি ত্রিপুরা, নেপাল, উড়িষ্যা, বারানসী জয় করেন। ১৩৫২ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও দখল করে সমগ্র বাংলায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ ভূখণ্ডের নামকরণ করেন 'মূলক-ই-বাঙ্গালাহ' এবং নিজেকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি প্রথম স্বাধীন নরপতি যিনি বাঙালি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। তাঁর সময়ে সমগ্র বাংলা ভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে ওঠে 'বাঙ্গালাহ' নামে। 'বাঙ্গালাহ' শব্দটির প্রচলন করেন ইলিয়াস শাহ। তিনি রাজধানী গৌড় (লখনৌতি) হতে পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতা সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তার রাজত্বকালে বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ সিরাজ উদ্দিন ও শেখ বিয়াবানী বাংলায় এসেছিলেন। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ সালে বাংলা আক্রমণ করলে ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। দিল্লী বাহিনী একডালা দুর্গ জয় করতে না পেরে সন্ধি করে দিল্লী ফিরে যান। তিনি ত্রিপুরার রাজ রত্ন-ফাঁ কে 'মাণিক্য' উপাধি দেন এবং সেই থেকে ত্রিপুরার রাজাগণ 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করে আসছে।

■ সুলতান সিকান্দার শাহ

ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ মালদহের বড় পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন ১৩৫৮ সালে। গৌড়ের কোতওয়ালী দরজা তাঁর অমরকীর্তি।

■ গিয়াসউদ্দিন-আজম-শাহ

এ যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তিনি বাংলা ভাষার পরম পৃষ্ঠপোষক ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তার সময়ে প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সাথে পত্র বিনিময় করতেন। তিনি হাফিজকে বাংলায় আগমনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর আমলে বিখ্যাত মুসলিম সাধক শেখ নুরুদ্দীন কুতুব-উল আলম ইসলাম চর্চার প্রয়োগ করেন। এ সময়ে মা হুয়ান নামক চীনা পর্যটক বাংলা সফর করেন। বর্তমানে সোনারগাঁয়ে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মাজার রয়েছে।

হুসেন শাহী শাসন (১৪৯৩-১৫৩৮)

■ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হলেন বাংলার সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (১৪৯৩-১৫১৯) শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে সেনাপতি পরাগল খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুলতান হুসেন শাহের সময়ে কবি মালাধর বসু ও বিজয় গুপ্ত তার রাজসভা অলংকৃত করেন। মালাধর বসুকে সুলতান 'গুণরাজ খান' উপাধি দান করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের হিন্দু প্রজাগণ তাঁকে 'নৃপতি তিলক' ও 'জগৎ ভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁকে বাদশাহ আকবরের সাথে তুলনা করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর নিকট খুব সম্মান লাভ করেন। তিনি গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়ের একডালা।

■ নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহ

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র নুসরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) গৌড়ের 'বড় সোনা মসজিদ' (বার দুয়ারী মসজিদ) এবং 'কদম রসুল মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৫২৯ সালে সম্রাট বাবর নুসরাত শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে নুসরাত শাহ পরাজিত হন এবং বাবরের সাথে সন্ধি করেন। তাঁর সময়ে কবি শ্রীধর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন।

■ গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ

বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ। ১৫৩৮ সালে শের শাহ সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে গৌড় দখল করলে বাংলার দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে।

এক নজরে স্বাধীন সুলতানী আমল

ইলিয়াস শাহী বংশ		হুসেন শাহী বংশ	
ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ	• বাংলার ১ম স্বাধীন সুলতান • ইবনে বতুতা আসেন • ইবনে বতুতা মরক্কোর অধিবাসী	আলাউদ্দীন হুসেন শাহ	নির্মাণ নগর দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করে
শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	• সমগ্র বাংলার ১ম মুসলিম সুলতান • সকল জনপদ একত্রে 'বাংলা/বাঙ্গালা' • উপাধি- 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' • আশ্রয় নেন- একডালা দুর্গে	নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ	গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ কদম রসুল
সুলতান সিকান্দার শাহ	• নির্মাণ করেন- পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ • ফিরোজ শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করেন- একডালা দুর্গে	গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ	হোসেন শাহী বংশের সর্বশেষ সুলতান
গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ	• পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। কবি হাফিজকে আমন্ত্রণ জানান • চীনের সঙ্গে বাংলার সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য		
(রাজা গণেশ; মাঝের কিছু সময় রাজা গণেশ ও তার বংশধর শাসন করেন)			
নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ	• গৌড় নগর দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করে		

এক নজরে বিভিন্ন পরিব্রাজকের বাংলায় আগমন

পরিব্রাজকের নাম	জাতীয়তা	বাংলায় আগমন সাল	তৎকালীন এদেশীয় শাসক
মেগাস্থিনিস	গ্রীক	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
ফা-হিয়েন	চীনা	৪০১-৪১০ খ্রিস্টাব্দ	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
হিউয়েন সাং	চীনা	৬৩০ খ্রিস্টাব্দ	হর্ষবর্ধন
ইবনে বতুতা	মরক্কীয়	১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ (ভারতে আগমন)	দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক
		১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ (বাংলায় আগমন)	বাংলার সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
মা-হুয়ান	চীনা	১৪০৬	গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ

আফগান/শূর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫)

শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫)

১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান 'শের শাহ' উপাধি নেন। তিনি নিজেকে বিহারের স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৫৪০ সালে তিনি বাংলা দখল করেন। একই বছর তিনি হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে উপমহাদেশে আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি সড়ক-ই-আজম নামে বাংলাদেশের সোনারগাঁ থেকে লাহোর পর্যন্ত ৪৮৩০ কি.মি. দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ইংরেজগণ এ রাস্তা সংস্কার করে নাম দেন 'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড'। তিনি ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যা ঘোড়ার ডাক নামে পরিচিত।

শের শাহ কবুলিয়াত ও পাট্টার প্রচলন করেন। কৃষকগণ তাদের অধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা করে সরকারকে কবুলিয়াত নামে দলিল সম্পাদন করে দিত আর সরকারের পক্ষ থেকে জমির উপর জনগণের স্বত্ব স্বীকার করে নিয়ে পাট্টা দেওয়া হত। তিনি মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করে 'দাম' নামক রুপার মুদ্রার প্রচলন করেন।

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলার রাজধানী

১. মৌর্য যুগে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর।

২. গৌড়ের রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ।

শাসনামল	রাজধানী
প্রাচীন আমল	সোনারগাঁও (১৩৩৮-১৩৫২ খ্রি:), গৌড় (১৪৫০-১৫৬৫ খ্রি:)
মুঘল আমল	সোনারগাঁও, ঢাকা
মৌর্য ও গুপ্ত বংশ	পাটলিপুত্র/গৌড়
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	একডালা
গৌড় রাজ্যের/শশাঙ্কের	কর্ণসুবর্ণ
খড়্গ	কুমিল্লার কর্মান্তবসাক

শাসনামল	রাজধানী
হর্ষবর্ধন	কনৌজ
মৌর্যযুগ/পুণ্ড্র জনপদ	পুণ্ড্রনগর (বাংলার প্রাদেশিক)
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	পাটলিপুত্র
ঈসা খান	সোনারগাঁও
দেব রাজবংশ	দেবপর্বত
বর্মদেব	বিক্রমপুর
বুগরা খান	লক্ষণাবতী
সেন আমল/লক্ষ্মণ সেন	নদীয়া বা নবদ্বীপ
গুপ্ত রাজবংশ	বিদিশা

এক কথায় উত্তর

১. **দাহির কে ছিলেন?**
উত্তর: সিন্ধু ও মুলতানের রাজা।

২. **কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন?**
উত্তর: তারিক বিন জিয়াদ।

৩. **আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা কে ছিলেন?**
উত্তর: দাহির।

৪. **প্রথম মুসলিম সিন্ধু বিজেতা কে ছিলেন?**
উত্তর: মুহাম্মদ-বিন-কাসিম।

৫. **সুলতান মাহমুদের রাজসভার শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ কে ছিলেন?**
উত্তর: আল বেরুনি।

৬. **প্রাচ্যের হোমার বলা হয় কাকে?**
উত্তর: মহাকবি ফেরদৌসীকে।

৭. **ভারতে সর্বপ্রথম তুর্কি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন?**
উত্তর: মুহাম্মদ ঘুরী।

৮. **প্রথম তরাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে?**
উত্তর: ১১৯১ সালে, এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজিত হন।

৯. **বাংলার কোন মুসলমান রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে?**
উত্তর: সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে।

১০. **সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক এর জীবন শুরু হয়েছিল কিভাবে?**
উত্তর: মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস হিসেবে।

১১. **মুহাম্মদ ঘুরীর অনুমতিক্রমে ভারত বিজয় করে দিল্লিতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন কে?**
উত্তর: সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক।

১২. **উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর: কুতুবউদ্দিন আইবেক।

১৩. **কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন–**
উত্তর: তুর্কিস্তানের অধিবাসী।

১৪. **কুতুবুদ্দিন আইবেক এর শাসনামলকে চিহ্নিত করা হয় কিভাবে?**
উত্তর: প্রাথমিক যুগের তুর্কি শাসন হিসেবে।

১৫. **দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান কে?**
উত্তর: কুতুবুদ্দিন আইবেক।

১৬. দানশীলতার জন্য সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেককে কী বলা হত?
উত্তর: 'লাখবক্স'।

১৭. দিল্লির কুতুবমিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন কে?
উত্তর: কুতুবউদ্দিন আইবেক।

১৮. সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যু হয় কবে?
উত্তর: ১২১০ সালে।

১৯. হযরত শাহজালাল কাকে পরাজয় করে সিলেট জয় করেন?
উত্তর: রাজা গৌর গোবিন্দ।

২০. হযরত শাহ পরান কে ছিলেন?
উত্তর: হযরত শাহজালালের ভাগ্নে ও শিষ্য।

২১. বাংলাকে বুলগাকপুর বা বিদ্রোহের নগরী কে বলেছেন?
উত্তর: জিয়াউদ্দিন বারানী।

২২. কুতুবুদ্দিন আইবেকের জামাতা কে ছিলেন?
উত্তর: শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।

২৩. প্রাথমিক যুগে তুর্কি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ছিলেন?
উত্তর: ইলতুৎমিশ।

২৪. দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কাকে?
উত্তর: শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশকে।

২৫. ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন কে?
উত্তর: সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।

২৬. ইলতুৎমিশের উপাধি ছিল–
উত্তর: সুলতান-ই আযম।

২৭. কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন কে?
উত্তর: সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।

২৮. ইলতুৎমিশের কন্যার নাম কী?
উত্তর: সুলতানা রাজিয়া।

২৯. সুলতানা রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন কবে?
উত্তর: ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে।

৩০. দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী কে?
উত্তর: সুলতানা রাজিয়া।

৩১. আলাউদ্দিন খলজীকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেন কে?
উত্তর: পর্যটক ইবনে বতুতা।

৩২. দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপর হস্তক্ষেপ করেন কে?
উত্তর: আলাউদ্দিন খলজী।

৩৩. বিখ্যাত আলাই দরওয়াজা কার কীর্তি?
উত্তর: আলাউদ্দিন খলজীর কীর্তি।

৩৪. কোন কোন গুণীজনকে আলাউদ্দিন পৃষ্ঠপোষকতা করেন?
উত্তর: ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী, কবি হোসেন দেহলবী, কবি আমির খসরু প্রমুখ।

৩৫. প্রথম মুসলমান শাসক হিসেবে দক্ষিণ ভারত জয় করেন কে?
উত্তর: আলাউদ্দিন খলজী।

৩৬. দক্ষিণাত্যের দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয় কার নেতৃত্বে?
উত্তর: মালিক কাফুরের নেতৃত্বে (১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে)।

৩৭. Blood and Iron Policy গ্রহণ করেন কোন শাসক?
উত্তর: গিয়াস উদ্দিন বলবন।

৩৮. দিল্লির কোন সুলতান কুরআন অনুলিপন ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করেন?
উত্তর: সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ।

৩৯. দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন কে?
উত্তর: (১৩২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে)- মুহম্মদ বিন তুঘলক।

৪০. উত্তর ভারতে মোঙ্গলদের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় পুণরায় রাজধানী দিল্লিতে ফেরত আনেন কে?
উত্তর: মুহম্মদ বিন তুঘলক।

৪১. মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন কোন পর্যটক?
উত্তর: ইবনে বতুতা।

৪২. সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীক তামার মুদ্রা প্রচলন করে মুদ্রামান নির্ধারণ করে দেন কোন শাসক?
উত্তর: মুহম্মদ বিন তুঘলক।

৪৩. ইবনে বতুতাকে প্রথমে দিল্লির কাজী এবং পরবর্তীতে চীনের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন কে?
উত্তর: মুহম্মদ বিন তুঘলক।

৪৪. তুঘলক বংশের শেষ সুলতান কে ছিলেন?
উত্তর: মাহমুদ শাহ।

৪৫. তৈমুর লঙ-এর ভারত আক্রমণে পরাজিত হন কে?
উত্তর: মাহমুদ শাহ।

৪৬. বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর কে ছিলেন?
উত্তর: মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিপতি।

৪৭. তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন কত সালে?
উত্তর: ১৩৯৮ সালে।

৪৮. খান জাহান আলী কাকে পরাজিত করে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন?
উত্তর: রাজা গণেশকে।

৪৯. ষাট গম্বুজ কত শতাব্দীতে নির্মিত হয়?
উত্তর: পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৩৫-১৪৫৯)।

৫০. ষাট গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ৮১টি।

৫১. ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহের পর সোনারগাঁয়ের ক্ষমতা দখল করেন কে?
উত্তর: শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

৫২. ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

৫৩. গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণের জবাবে কবি হাফিজ তাকে উপহার পাঠান?
উত্তর: একটি গজল।

৫৪. কোন সুলতান 'শাহ-ই-বাঙ্গাল' উপাধি লাভ করেন?
উত্তর: ইলিয়াস শাহ।

৫৫. কোন মুসলমান শাসক সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন?
উত্তর: ইলিয়াস শাহ।

৫৬. বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান ছিলেন কে?
উত্তর: শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

৫৭. 'বাঙ্গালাহ' নামের প্রচলন করেন কে?
উত্তর: শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

৫৮. বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানি শাসন শুরু করেন কে?
উত্তর: ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ।

৫৯. বাংলাকে ধন সম্পদ পূর্ণ নরক বলেছেন কে?
উত্তর: ইবনে বতুতা।

৬০. সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল কী?
উত্তর: সোনারগাঁও ও গৌড়।

৬১. আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: সুলতান সিকান্দার শাহ।

৬২. নুসরত শাহ-এর মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন কে?
উত্তর: আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।

৬৩. নুসরত শাহ-এর পুত্রের নাম কি?
উত্তর: আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।

৬৪. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের শাসনকাল ছিল কত দিন?
উত্তর: মাত্র নয় মাস।

৬৫. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করেন কে?
উত্তর: তাঁর চাচা গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ।

৬৬. আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি কে?
উত্তর: পরাগল খান ও ছুটি খান।

৬৭. হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন কারা?
উত্তর: বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও যশোরাজ খান প্রমুখ।

৬৮. গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমতিদ্বার নির্মিত হয় কার আমলে?
উত্তর: হুসেন শাহের আমলে।

৬৯. বাংলাদেশের আকবর বলা হতো কোন নরপতিকে?
উত্তর: হুসেন শাহকে।

৭০. হুসেন শাহী বংশের সুলতানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন কে?
উত্তর: আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তিনি ২৫ বছর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি. পর্যন্ত) ক্ষমতায় ছিলেন।

৭১. আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজধানী ছিল কোথায়?
উত্তর: একডালা।

৭২. নৃপতি তিলক, জগৎ ভূষণ ও কৃষ্ণাবন উপাধিতে ভূষিত হন কোন শাসক?
উত্তর: আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

৭৩. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ-এর পুত্রের নাম কী?
উত্তর: নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।

৭৪. নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ-এর উপাধি কী?
উত্তর: আবু মুজাফফর নুসরাত শাহ।

৭৫. গৌড়ের বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে অবদান রাখেন কে?
উত্তর: নুসরাত শাহ।

৭৬. কদম রসুল মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে কে অবদান রাখেন?
উত্তর: নুসরাত শাহ।

৭৭. বাগেরহাটের 'মিঠা পুকুর' এর নির্মাতা কে?
উত্তর: নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।

৭৮. শের শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন কে?
উত্তর: তার কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খাঁ, ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করে।

৭৯. জালাল খাঁ রাজত্ব করেছিলেন কত বছর?
উত্তর: ১৫৪৫-১৫৫৪ পর্যন্ত বা ৯ বছর।

৮০. শূর শাসনে (১৫৫৪-১৫৫৫) পর্যন্ত এক বছরের শাসন করেন কত জন শাসক শাসন করেন?
উত্তর: মুহম্মদ শাহ আদিল, ইব্রাহিম খাঁ, সিকান্দার শাহ শূর।

৮১. ১৫৫৫ সালে হুমায়ূন কাকে পরাজিত করলে অবসান ঘটে শূর শাসনের?
উত্তর: সিকান্দার শাহ সুরি।

৮২. শূর শাসনের সূত্রপাত করেন কে?
উত্তর: শেরশাহ।

৮৩. শূর শাসনের শ্রেষ্ঠ শাসক শেরশাহ রাজত্ব কত দিন?
উত্তর: ১৫৪০-১৫৪৫ পর্যন্ত।

৮৪. আফগান বংশের শাসক শের শাহ-এর প্রথম নাম কী ছিলো?
উত্তর: ফরিদ।

৮৫. শের শাহের আসল নাম কী?
উত্তর: শের খান।

৮৬. ভারতবর্ষে পুরোপুরি 'ঘোড়ার ডাক' ব্যবস্থার প্রচলন করেন কে?
উত্তর: শের শাহ।

৮৭. দিল্লি থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করেন কে?
উত্তর: শের শাহ।

৮৮. পাট্টা (ভূমি স্বত্বের দলিল) ও কবুলিয়াত (চুক্তি দলিল) প্রথা চালু করেন কে?
উত্তর: শের শাহ।

৮৯. সড়ক-ই-আযম (পরবর্তীতে ইংরেজদের দেয়া নাম গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড) নামে সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত ৪৮৩০ কি.মি. দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: শের শাহ।

৯০. শের শাহ চাকরি করতেন কার অধীনে?
উত্তর: বাবরের অধীনে।

Teacher's Work

১. কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার প্রর্বতক-
ক বাবর খ হুমায়ুন গ শের শাহ ঘ আকবর — **গ**

২. গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণের জবাবে কবি হাফিজ তাকে উপহার হিসেবে কী পাঠান?
ক একটি পোশাক খ একটি গজল গ একটি গান ঘ একটি সোনার মুকুট — **খ**

৩. সুলতানুল আজম উপাধি ধারণ করেন কে?
ক কুতুব উদ্দিন আইবেক খ মোহাম্মদ ঘুরী গ ইলতুৎমিশ ঘ আলাউদ্দিন খলজী — **গ**

বারো ভূঁইয়া

সম্রাট আকবর পুরো বাংলার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নেয়নি। ভাটি অঞ্চলের জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে ভাটি অঞ্চলের এ জমিদারগণ বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত। এ বারো বলতে বারো জনের সংখ্যা বুঝায় না। ধারণা করা হয়, অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদার বোঝাতেই বারো শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আকবরের সভাসদ সে সময়ের বাংলাকে নির্দেশ করেছিলেন 'বারো ভূঁইয়া দেশ' হিসেবে।

বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান (১৫২৯-১৫৯৯ খ্রি.)। তিনি বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও এর পত্তন করেছিলেন। সম্রাট আকবরের সেনাপতিরা ঈসা খান ও অন্যান্য জমিদারের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেছেন কিন্তু বারো ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর বারো ভূঁইয়াদের নেতা হন তাঁর পুত্র মুসা খাঁ। বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন মুসা খাঁ। এদিকে আকবরের মৃত্যু হলে মুঘল সম্রাট হন জাহাঙ্গীর। তাঁর আমলেই বাংলার বারো ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা সম্ভব হয়। এ সাফল্যের দাবিদার সুবেদার ইসলাম খান। তিনি ১৬১০ সালে বারো ভূঁইয়াদের নেতা মুসা খাঁ-কে পরাস্ত করেন। ফলে অন্যান্য জমিদারগণ আত্মসমর্পণ করে। এভাবে বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের শাসনের অবসান ঘটে।

'এগারসিন্ধুর দুর্গ' ঈসা খাঁ নাম বিজড়িত মধ্যযুগীয় একটি দুর্গ। এটি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্ধুর গ্রামে অবস্থিত। 'এগারসিন্ধু' শব্দটি এখানে 'এগারটি নদী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দুর্গ এ নামে পরিচিত হওয়ার কারণ হলো এক সময় এটি অনেকগুলি নদীর (বানার, শীতলক্ষা, আড়িয়াল খাঁ, গিয়র সুন্দা ইত্যাদি) সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। ঈসা খাঁ দুর্গটিকে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেন।

মুঘল শাসনামল

মোঙ্গল জাতির আদি বাসভূমি ছিল মঙ্গোলিয়া। মঙ্গোলিয়া থেকে এসে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করার সময় থেকে তারা মুঘল নামে অভিহিত হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হলে আফগানদের সাথে মুঘলদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। বাবরের পুত্র হুমায়ুনের আমলে ভারতে নব-প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। অবশ্য ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন এবং তাঁর পুত্র আকবরের সময় থেকে এ সাম্রাজ্য উত্তরোত্তর শক্তিশালী ও বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

■ জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০)

১৪৮৩ সালে বাবর মধ্য এশিয়ার ফারগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফারগনার যুবরাজ। পিতার মৃত্যু হলে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞাতিশত্রুদের আক্রমণে সিংহাসনচ্যুত ও ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তিনি পূর্বদিকে গমন করেন এবং ১৫০৪ সালে কাবুল দখল করে নিজেকে বাদশাহ্ ঘোষণা করেন। দিল্লীর শাসনকর্তা লোদীর জ্ঞাতিশত্রু পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমনের আহ্বান জানালে বাবর বিনা বাধায় ১৫২৫ সালে পাঞ্জাব দখল করেন।

জহির উদ্দিন মুহম্মদ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার জন্য ইতিহাসে 'বাবর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি পিতার দিক হতে তৈমুর লঙ এবং মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। তিনি হলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে তিনি মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। 'তুযক-ই-বাবর' বা বাবরের আত্মজীবনী নামক গ্রন্থে বাবর তাঁর জীবনের জয়পরাজয়ের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা নগরীতে অবস্থিত ছিল। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রবাদী হিন্দুগোষ্ঠী ঐতিহাসিক এই মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলে।

■ নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ূন (১৫৩০-১৫৪০ এবং ১৫৫৫-১৫৫৬)

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন বাংলায় প্রবেশ করেন এবং গৌড় অধিকার করেন। তিনি গৌড় নগরের অপরূপ সৌন্দর্য এবং এর অপরূপ জলবায়ুর উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হন। তিনি গৌড় নগরীর নাম পরিবর্তন করে 'জান্নাতাবাদ' রাখেন। তিনি বাংলায় আট মাস অবস্থান করে দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শের শাহ হুমায়ুনকে অতর্কিত আক্রমণ করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে দিল্লি পৌছেন। পরের বছর (১৫৪০ সাল) শের শাহের বিরুদ্ধে আবার অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে তিনি আবার পরাজিত হন। বিজয়ী শের শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। শের শাহ ভারতে পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ুন ১৫৫৫ সালে পুনরায় দিল্লি দখল করেন। ১৫৫৬ সালে দিল্লির অদূরে তাঁর নির্মিত দীন পানাহ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাত্র ১৩ বছর বয়সে আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বৈরাম খান আকবরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এজন্য আকবর অনুরাগবশত তাকে খান-ই-বাবা (Lord Father) বলে ডাকতেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর হিমু দিল্লির মুঘল শাসনকর্তাকে পরাজিত করে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। ১৫৫৬ সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর হিমুকে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধের ফলে আকবর দিল্লি অধিকার করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলা জয় করেন। অমুসলমানদের উপর ধার্য সামরিক করকে জিজিয়া কর বলে। সম্রাট আকবর রাজপুত ও হিন্দুদের বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্য তীর্থ ও জিজিয়া কর রহিত করেন। তিনি রাজপুত কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন। তিনি রাজপুতদের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সম্বলিত 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সম্রাট আকবর মনসবদারী প্রথা চালু করেন। সম্রাটের রাজসভার সদস্যদের মধ্য আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল রাজস্ব ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। টোডরমল এদেশের সরকারি কাজে ফারসি ভাষা চালু করেন। ফারসির অনুকরণে এদেশে গজল ও সুফি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থে দেশবাচক 'বাংলা' শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি 'বাংলা' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে, এদেশের প্রাচীন নাম 'বঙ্গ' এর সাথে বাধ বা জমির সীমানাসূচক 'আল' (আলি/আইল) প্রত্যয়যোগে 'বাংলা' শব্দ গঠিত হয়।

আকবরের রাজসভার গায়ক ছিলেন তানসেন। আকবরের রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন বীরবল। ১৬০৫ খ্রি. সম্রাট আকবর মৃত্যুবরণ করেন। আগ্রার সেকেন্দ্রায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

■ বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ (Bengali Calendar) :

ভারতে ইসলামী শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে সকল কাজকর্ম হতো। মুঘল সম্রাট আকবর প্রচলিত হিজরী চন্দ্র পঞ্জিকাকে সৌরপঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। সম্রাট আকবর ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী চন্দ্র বর্ষপঞ্জিকে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর সুপারিশে সম্রাট আকবর ৯৯২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর বাংলা সৌর বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন করেন। তবে তিনি ২৯ বছর পূর্বে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিন থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরী (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। গ্রেগরিয়ান সনের মতো বাংলা সনেও মোট ১২টি মাস। বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম মাস এবং পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি বাংলা সন সংস্কার করে। বাংলা সনের ব্যাপ্তি গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির মতোই ৩৬৫ দিনের।

আবওয়াব: আবওয়াব আরবি ও ফারসি 'বাব' শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ দরজা, বিভাগ, অধ্যায়, সম্মানী, নির্ধারিত করের অতিরিক্ত দেয়া কর ইত্যাদি। মুঘল আমলে ভারতে নিয়মিত করের অতিরিক্ত সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল সামরিক এবং অন্যান্য ধার্যকৃত অর্থকে বলা হতো আবওয়াব।

■ সেলিম নূর উদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)

সম্রাট আকবর বাংলা জয় করলেও সারা বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণে করে তিনি বাংলা অধিকারের জন্য সুবেদার হিসেবে ইসলাম খানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মুঘল সুবেদার। ইসলাম খান বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন করেন এবং ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মুঘলদের শাসনে আনয়ন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজদের প্রথম দূত ছিলেন ক্যাপ্টেন হকিন্স (১৬০৮)। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের বিবাহ মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তার সমাধি লাহোরে অবস্থিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর'।

■ শাহজাহান ওরফে খুররম (১৬২৮-১৬৫৮)

মমতাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী। শাহজাহান তার স্ত্রীকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। সম্রাজ্ঞী ১৬৩১ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সম্রাট তার প্রিয়তমার মৃত্যুতে গভীর আঘাত পান। তিনি আগ্রার যমুনা নদীর তীরে পত্নীপ্রেমের অক্ষয়কীর্তি তাজমহল নির্মাণ করেন। নির্মাণকাল : ১৬৩২-১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ; (সপ্তদশ শতাব্দী)। এর স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ আহমদ লাহুরি; তবে পারস্যের স্থপতি ওস্তাদ ঈসা চত্বরের নকশা করার বিশেষ ভূমিকায় অনেক স্থানে নাম পাওয়া যায়। মণি মুক্তা খচিত স্বর্ণমন্ডিত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের অমর সৃষ্টি। সম্রাট শাহজাহান মুকুটে বিশ্ববিশ্রুত অপূর্ব 'কোহিনুর' হীরা শোভা বর্ধন করত। সম্রাট শাহজাহান দিল্লিতে লাল কেল্লা, জাম-ই-মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, আগ্রায় মতি মসজিদ এবং লাহোরে সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। এজন্য তাঁকে Prince of Builders বা স্থপতি সম্রাট বলা হয়।

■ আওরঙ্গজেব/আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭)

শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের গর্ভে চারপুত্র ও দুইকন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুত্রদের নাম দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। কন্যাদের নাম ছিল জাহান আরা ও রওশন আরা। ভ্রাতৃযুদ্ধে জাহান আরা দারার পক্ষ এবং রওশন আরা আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করে। যুদ্ধে অপর ভাইদের পরাজিত করে আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট হন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'আলমগীর' নামক তরবারী প্রদান করেন। বাংলার সুবেদার মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রি. বিনা যুদ্ধে কুচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময় কুচবিহারের নাম রাখা হয়েছিল 'আলমগীরনগর'। সম্রাট আওরঙ্গজেব অতিশয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'জিন্দাপীর' বলা হয়। তিনি জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন।

■ মুহম্মদ শাহ

দুর্বল ও অকর্মণ্য মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ-এর আমলে (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে) পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। নাদির শাহ ভারত হতে মহামূল্যবান কোহিনুর হীরা, ময়ূর সিংহাসন এবং প্রচুর ধনরত্ন পারস্যে নিয়ে যান।

■ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রি.)

শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে) নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রেঙ্গুনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বাংলায় সুবেদারী শাসন

■ ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.)

ইসলাম খান বারো ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবেদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার রাজধানী হিসাবে ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। সম্রাটের নামানুসারে তিনি ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি ঢাকার 'ধোলাই খাল' খনন করেন।

■ কাসিম খান জুয়িনী (১৬২৮-১৬৩২খ্রি.)

পর্তুগিজদের অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠলে সম্রাট শাহজাহান তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশে বাংলার সুবাদার কাসিম খান পর্তুগিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন।

■ যুবরাজ শাহ সুজা (১৬৩৮-১৬৬০)

সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা সুজার শাসনামল ছিল বাংলার জন্য স্বর্ণযুগ। ১৬৪২ সালে উড়িষ্যা প্রদেশকে সুজার অধীনে দেয়া হয়। তিনি বড় কাটরা, ধানমন্ডি ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ করেন। জনৈক ইংরেজ চিকিৎসকের চিকিৎসায় তাঁর কন্যা আরোগ্য লাভ করেন। তিনি ১৬৫১ সালে ইংরেজদের বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ দেন। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা হতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট শাহজাহানের পর আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি সেনাপতি মীর জুমলার হাতে পরাজিত হন এবং আরাকানে পালিয়ে যান।

■ মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩)

১৬৬০ সালে তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি ঢাকার উত্তর দিকে সীমানা বর্ধিত করেন এবং 'ঢাকা গেইট' (দোয়েল চত্বর সংলগ্ন) নির্মাণ করেন। ১৬৬৩ সালে তিনি আসাম অভিযান পরিচালনা করে আসামের বেশির ভাগ অংশ মুঘলদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং ফেরার পথে ঢাকা হতে কয়েক মাইল দুরে খিজিরপুরে মৃত্যুবরণ করেন। মীর জুমলা আসাম যুদ্ধে যে কামান ব্যবহার করেন তা বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত আছে।

■ শায়েস্তা খান (১৬৬৩-'৭৮,'৭৯-'৮৮)

মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা খানের আমলকে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। তিনি পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের তাড়িয়ে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং নাম রাখেন 'ইসলামাবাদ'। এ সময় চট্টগ্রাম প্রথমবারের মত পূর্ণভাবে বাংলার সাথে যুক্ত হয়। তিনি দক্ষিণ বাংলা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষদের মগ ও জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। তিনি চকবাজার এলাকায় ছোট কাটরা নির্মাণ করেন। তাঁর উৎসাহে মীর মুরাদ 'হোসেনী দালান' নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে টাকায় ৮ মণ চাল বিক্রি হত।

১৬৭৮ সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি বাংলা ত্যাগ করলে প্রথমে ফিদাই খান ও পরে শাহজাদা মুহম্মদ আযম বাংলার সুবেদার হন। শাহজাদা আযম ঢাকায় একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করে সীমানা দেয়াল স্থাপন করেন এবং নামকরণ করেন 'কেল্লা আওরঙ্গবাদ'। এক বছরের মাথায় শাহজাদা আযম বাংলা ত্যাগ করলে শায়েস্তা খান পুনরায় বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি দুর্গের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করেন। এ সময় তাঁর কন্যা 'ইরান দুখত (পরী বিবি) মারা গেলে তিনি দুর্গকে অপয়া ভেবে নির্মাণ কাজ স্থগিত করেন। পরবর্তীতে ইব্রাহীম খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হলে ১৬৯০ সালে দুর্গের কাজ সমাপ্ত হয়। এটিই বর্তমান কালের লালবাগের কেল্লা। শায়েস্তা খান স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এই যুগকে বাংলায় মুঘলদের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

পানিপথের তিনটি যুদ্ধ

পানিপথ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। দিল্লী হতে এর দূরত্ব ৯০ কি. মি। এখানে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম যুদ্ধ	১৫২৬	বাবর* - লোদী	ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন।
২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খান* - হিমু	বাংলায় মুঘল সাম্রাজের গোড়াপত্তন।
৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	আবদালী* - মারাঠা	ভারতবর্ষের মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ।

➤ তারকা চিহ্ন (*) দ্বারা বিজয়ীকে বুঝানো হয়েছে।

এক কথায় উত্তর

১. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: সম্রাট বাবর (১৫২৬ সালে)।

২. সম্রাট বাবরের জন্ম কোথায়?
উত্তর: বর্তমান রুশ- তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ফারগানায়।

৩. বাবর শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: বাঘ।

৪. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় কবে?
উত্তর: ১৫২৬ সালে বাবর ও ইব্রাহীম লোদীর মধ্যে।

৫. ১৫২৬ সালে ইব্রাহীম লোদীর সাথে সংঘটিত পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সূত্রপাত হয় কোন সাম্রাজ্যের?
উত্তর: মুঘল সাম্রাজ্যের।

৬. পানিপথের অবস্থান-
উত্তর: দিল্লির অদূরে অর্থাৎ ভারতের উত্তর প্রদেশের হরিয়ানা নামক স্থানে (দিল্লি ও আগ্রার মধ্যবর্তী যমুনা নদীর তীরে)।

৭. সম্রাট বাবর রচিত আত্মজীবনীর নাম কী?
উত্তর: 'তুযক-ই-বাবর' বা বাবরনামা, এটি তুর্কি ভাষায় রচিত।

৮. সম্রাট বাবর মৃত্যুবরণ করেন কবে?
উত্তর: ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর (সমাহিত করা হয় আফগানিস্তানের কাবুলে)।

৯. বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন?
উত্তর: গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ।

১০. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের পতন ঘটে করে?
উত্তর: ১৫৩৮ সালে।

১১. ১৫৩৮ সালে কে গৌড় দখল করে স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান করেন?
উত্তর: শের শাহ।

১২. সম্রাট হুমায়ুন ক্ষমতা লাভ করেন কত সালে?
উত্তর: ৩০ ডিসেম্বর ১৫৩০ এবং সিংহাসনচ্যুত হন- ১৭ মে ১৫৪০।

১৩. বক্সারের নিকটবর্তী চৌসার নামক স্থানে শের শাহ হুমায়ুনকে অতর্কিত আক্রমণ করেন কত সালে?
উত্তর: ১৫৩৯ সালে।

১৪. চৌসারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে কোথায় যান?
উত্তর: দিল্লি পৌছেন।

১৫. সম্রাট হুমায়ুন ১৫৪০ সালে শের শাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে পরাজিত হন কোন যুদ্ধে?
উত্তর: কনৌজের যুদ্ধে।

১৬. পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ুন পুনরায় দিল্লি দখল করেন করে?
উত্তর: ১৫৫৫ সালে।

১৭. বাংলাকে জান্নাতাবাদ বলে আখ্যায়িত করেন কে?
উত্তর: সম্রাট হুমায়ুন।

১৮. সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যু হয় কিভাবে?
উত্তর: দীন পানাহ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে।

১৯. মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন করে?
উত্তর: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩ বছর বয়সে)।

২০. সম্রাট আকবরের পুরো নাম কী?
উত্তর: জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর।

২১. সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করেন কত সালে?
উত্তর: ১৫৭৬ সালে।

২২. 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর: আবুল ফজল।

২৩. সমগ্র বঙ্গ দেশ 'সুবহ-ই-বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত ছিল কোন সময়ে?
উত্তর: সম্রাট আকবরের সময়ে।

২৪. 'মনসবদারী প্রথা' প্রচলন করেন কে?
উত্তর: সম্রাট আকবর।

২৫. সম্রাট আকবরের 'রাজস্বমন্ত্রী' কে ছিলেন?
উত্তর: টোডরমল্ল।

২৬. 'বুলান্দ দরওয়াজা'-এর নির্মাতা কে?
উত্তর: সম্রাট আকবর (গুজরাট রাজ্য জয় উপলক্ষ্যে)।

২৭. 'অমৃতসর স্বর্ণমন্দির' নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: সম্রাট আকবর।

২৮. বাংলা সনের প্রবর্তক কে?
উত্তর: সম্রাট আকবর। ১১ এপ্রিল ১৫৫৬ খ্রি. থেকে ১ বৈশাখ ৯৬৩ বাংলা সন গণনা শুরু হয়।

২৯. সম্রাট আকবরের সমাধি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: সেকেন্দ্রায়।

৩০. বাংলাদেশের বারো ভূঁইয়ার অভ্যুত্থান ঘটে কখন?
উত্তর: সম্রাট আকবরের সময়।

৩১. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় কখন?
উত্তর: ১৫৫৬ সালে।

৩২. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন কে?
উত্তর: হিমু।

৩৩. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশ কিসের অবসান ঘটে?
উত্তর: মুঘল আফগান সংঘর্ষের।

৩৪. সম্রাট আকবর বিবাহ করেন কাকে?
উত্তর: রাজকন্যা যোধাবাঈকে।

৩৫. ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সংবলিত 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন কে?
উত্তর: সম্রাট আকবর।

৩৬. সম্রাট আকবরের রাজসভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কারা?
উত্তর: আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ প্রমুখ ব্যক্তি।

৩৭. আকবরের রাজসভায় গায়ক তানসেনকে কী বলা হয়?
উত্তর: 'বুলবুল-ই-হিন্দ'।

৩৮. আকবরের রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার কে ছিলেন?
উত্তর: বীরবল।

৩৯. আকবরের প্রচারিত ধর্মের অনুসারী ছিল কত জন?
উত্তর: ১৯ জন।

৪০. জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন কবে?
উত্তর: ২৪ অক্টোবর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে।

৪১. নূরজাহান কে ছিলেন?
উত্তর: সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।

৪২. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: মেহেরুননেছা।

৪৩. জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করে কারা?
উত্তর: পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা।

৪৪. সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহেরুননেছাকে বিয়ে করেন কত সালে?
উত্তর: ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে।

৪৫. নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন কে?
উত্তর: সম্রাট জাহাঙ্গীর।

৪৬. আগ্রার দুর্গ নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: সম্রাট জাহাঙ্গীর।

৪৭. সম্রাট জাহাঙ্গীর রচিত আত্মচরিতের নাম কী?
উত্তর: তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর।

৪৮. শাহজাহানের বাল্যনাম কী ছিলো?
উত্তর: খুররম।

৪৯. সম্রাট শাহজানকে 'শাহজাহান' উপাধি দেন কে?
উত্তর: তার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর।

৫০. শাহজাহানের স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর: মমতাজ (মৃত্যুবরণ করেন ১৬৩১ সালে)

৫১. সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতায় আসেন কত সালে?
উত্তর: ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে।

৫২. পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি 'আগ্রার তাজমহল' নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: সম্রাট শাহজাহান।

৫৩. তাজমহলের স্থপতি কে ছিলেন?
উত্তর: ওস্তাদ ঈশা।

৫৪. তাজমহল কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: আগ্রার যমুনা নদীর তীরে।

৫৫. দিল্লির দরবারে শাহজাহানের নির্মিত অমর কীর্তি গুলো কী কী?
উত্তর: দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই খাস।

৫৬. আগ্রার জামে মসজিদ নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: সম্রাট শাহজাহান।

৫৭. 'Prince of Builders' নামে খ্যাত কোন সম্রাট?
উত্তর: সম্রাট শাহজাহান।

৫৮. সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত সিংহাসনের নাম কী?
উত্তর: ময়ূর সিংহাসন।

৫৯. দিল্লিতে অবস্থিত 'লাল কেল্লা' নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: সম্রাট শাহজাহান।

৬০. আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন কবে?
উত্তর: ২১ জুলাই ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে।

৬১. অতিশয় ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে কী বলা হয়?
উত্তর: জিন্দাপীর।

৬২. 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' রচনা করেন কে?
উত্তর: সম্রাট আওরঙ্গজেব।

৬৩. আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা কে ছিলেন?
উত্তর: শায়েস্তা খান।

৬৪. সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন কারা?
উত্তর: চারপুত্র (দারাশিকোহ, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ) এবং দুই কন্যা (জাহানআরা ও রওশনআরা)

৬৫. সম্রাট শাহজাহান তার পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করেন?
উত্তর: 'আলমগীর' নামক তরবারী।

৬৬. আহমদ শাহ আবদালি কে ছিলেন?
উত্তর: নাদির শাহের সেনাপতি।

৬৭. নাদির শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের অধিপতি হন কে?
উত্তর: আহমদ শাহ আবদালি।

৬৮. মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ভারত আক্রমণ করে পরাজিত হন কে?
উত্তর: আহমদ শাহ আবদালি।

৬৯. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে ও কোথায়?
উত্তর: ১৭৬১ সালে দিল্লির অদূরে পানিপথের প্রান্তরে।

৭০. তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?
উত্তর: আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত হয়

৭১. তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ আহমদ শাহ আবদালি পরাজিত করেন?
উত্তর: মারাঠাদেরকে।

৭২. 'ময়ূর সিংহাসন' বর্তমানে কোথায় আছে?
উত্তর: ইরানে।

৭৩. শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন?
উত্তর: দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

৭৪. সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসন দেওয়া হয়?
উত্তর: রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে)।

৭৫. সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্রের নাম কী?
উত্তর: শাহ সুজা।

৭৬. শাহ সুজা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন কত সালে?
উত্তর: ১৬৩৯ সালে।

৭৭. ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: শাহ সুজা।

৭৮. শাহ সুজা নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন কত সালে?
উত্তর: ১৬৫৭ সালে।

৭৯. ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ দেন কে?
উত্তর: শাহ সুজা।

৮০. শাহ সুজা নিহত হন কাদের হাতে?
উত্তর: আরাকানীদের হাতে।

৮১. মীর জুমলাকে সুবেদার নিয়োগ করেন কে?
উত্তর: আওরঙ্গজেব।

৮২. মীর জুমলা সুবেদার ছিলেন কত বছর?
উত্তর: তিন বছর।

৮৩. কৃষকদের নিকট থেকে প্রথম রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন কে?
উত্তর: মীর জুমলা।

৮৪. রাজমহল থেকে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন কে?
উত্তর: মীর জুমলা।

৮৫. ঢাকা গেট নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: মীর জুমলা।

৮৬. সর্বপ্রথম আসাম ও কুচবিহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন কে?
উত্তর: মীর জুমলা

৮৭. মীর জুমলা মৃত্যুবরণ করেন কোথায়?
উত্তর: নারায়ণগঞ্জের নিকট খিজিরপুরে।

৮৮. শায়েস্তা খান জাহাঙ্গীরনগরের সুবেদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কবে?
উত্তর: ১৬৬৪ সালে।

৮৯. দু'বার বাংলার সুবেদার হন কে?
উত্তর: শায়েস্তা খান।

৯০. শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম কী রাখেন?
উত্তর: ইসলামাবাদ।

৯১. বিবি পরী ছিলেন শায়েস্তা খানের কন্যা, তার আসল নাম কী?
উত্তর: ইরান দুখ্‌ত।

৯২. টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত কার আমলে?
উত্তর: শায়েস্তা খানের আমলে।

৯৩. ঢাকায় ছোট কাটরা, হুসেনী দালান ও লালবাগের দুর্গ নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: শায়েস্তা খান।

Teacher's Work

১. পানি পথের ১ম যুদ্ধ কত সালে সংগঠিত হয়?
ক ১৫২৬ খ ১৫২৬ গ ১৫৩৬ ঘ ১৫৫৬ — খ

২. সম্রাট আকবর বাংলা জয় করেন কত সালে?
ক ১৫৬৫ খ ১৫৭৬ গ ১৬৭৬ ঘ ১৫৬৬ — খ

৩. ঢাকার ধোলাই খাল খনন করেন কে?
ক ইসলাম খান খ শায়েস্তা খান গ মীর জুমলা ঘ সম্রাট আওরঙ্গজেব — ক